কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 SEP 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 4

শিক্ষা নিয়ে একই সুরে কথা বললেন হাসিনা-মালালা

অমিতোষ পাল, নিউ ইয়র্ক থেকে ▶

অস্ত্রের নয়, শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটানোর স্লোগান উঠল জাতিসংঘে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের হামলায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়া মালালা ইউসুফজাইয়ের এ ডাকে সাড়া দিলেন বিশ্বনেতারাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অস্ত্রের পরিবর্তে শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পন্থা। আর কোনো অস্ত্রের খেলা নয়, এবার আসুন শিক্ষার খেলা খেলি। মানসম্মত শিক্ষা সবার জন্য নিশ্চিত করি।'

গত বুধবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত 'গ্লোবাল এডুকেশন ফার্স্ট ইনিশিয়েটিভ' বা 'প্রথম পদক্ষেপ হোক বৈশ্বিক শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তাঁর আগে বক্তব্য দেয় মালালা ইউসুফজাই। নারী অধিকার ও শিক্ষা নিয়ে কথা বলে। সেমিনারে উপস্থিত বিশ্বনেতাদের অনেকের মতো জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনও শেখ হাসিনা ও মালালার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'আমি বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানাব, তাঁরা যেন শিক্ষার বিস্তৃতির জন্য প্রত্যেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মালালার বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেন, 'মালালাই আমাদের কণ্ঠস্বর। তার বক্তব্যই আমার বক্তব্য। শিক্ষাহীন নারীর ভোগান্তি আমি জানি। আসুন, আমরা শিক্ষার প্রতি জোর দিই।' অনুষ্ঠান শেষে মালালা ইউসুফজাইকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মালালাও তার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার অনুপ্রেরণাকারীদের একজন হিসেবে উল্লেখ করে।

সেমিনারে সারা বিশ্বে সমরাস্ত্র খাতে ব্যয় করা অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'সমরাস্ত্র খাতে প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। এ অর্থ শিক্ষার জন্য কি বরাদ্দ করা যায় না? রাজনৈতিক নেতাদের উচিত শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।' সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন সাবেক - ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

শিক্ষা নিয়ে একই সুরে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু ও ধনকুবের আলিকো দাগোটেসহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগ দিতে আসা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের আমলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) পূরণে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে সেমিনারে বলেন, 'নারীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনা মূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত তিন বছরে প্রায় ৯২ কোটি বই বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।'

মালালা বলে, 'শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একটি মেয়ের জন্মের পর পরিবারের অধীনে থাকে। বিয়ে হলে স্বামীর অধীনে চলে যায়। আর সন্তান বড় হলে তাকে সন্তানের কথামতো চলতে হয়। এটাই আমাদের সমাজে একটি নারীর জীবন। এই জীবন থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমি চাই, বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক নারী শিক্ষিত হিসেবে গড়ে উঠুক। আর এই গড়ে ওঠাটা আমাদের জন্য কোনো স্বপ্ন নয়। এটা সাধারণভাবেই সম্ভব।'

এর আগে এমডিজি অর্জন নিয়ে পৃথক দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর একটিতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসব সেমিনারে আয়ারল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ইয়ামন গিলমোর, ৬৮তম জাতিসংঘ অধিবেশন আয়োজনের সভাপতি জন উইলিয়াম অ্যাশ যোগ দেন। পৃথক দুটি সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের এমডিজি অর্জনে সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'উন্নত দেশগুলো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের এমডিজি অর্জন করা অনেকটাই সহজ হবে। লক্ষ্যমাত্রার সব কিছু পূরণ করা কঠিন হলেও অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পটভূমি তৈরিতেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে অগ্রভাগে থাকবে। জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব। এরই মধ্যে বাংলাদেশ এমডিজি-১ থেকে এমডিজি-৬ পূরণ করার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। আশা করব, উন্নত দেশগুলো এমডিজি-৭ বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তাদের সহযোগিতা পেলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে।'

এদিকে এসব কর্মসূচি শেষে প্রধানমন্ত্রী গত বুধবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে ২৮ সেপ্টেম্বর সংবর্ধনা দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন করার জন্য বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ মানবজাতি এবং একমাত্র বসবাসের স্থান পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকায়ন প্রয়াসকে আত্মঘাতী মনোভাব বলে অভিহিত করে তিনি জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'পারমাণবিক অস্ত্রগুলোকে এখনো আরো বেশি প্রাণঘাতী করার লক্ষ্যে শাণিত করা হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যায় মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে। তাই মানবজাতি এবং একমাত্র বসবাসের স্থান পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) আয়োজিত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, তিনটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশের কাছে অবস্থান হওয়ার কারণে এসব মারাত্মক অস্ত্রের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ বাংলাদেশের রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না।'

শেখ হাসিনা বলেন, হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভয়ংকর অবস্থা মানবজাতির বিবেককে নাড়া দিয়েছিল এবং সেই ঘটনার ফলে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ-সংক্রান্ত প্রথম জাতিসংঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তিনি বলেন, কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা না করে বিপুলসংখ্যক মানুষ আত্মঘাতী মনোভাব পোষণ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা কি এক মুহূর্তের জন্যও এমন একটি বিশ্বের চিন্তা করতে পারি না, যা আমরা আমাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য রেখে যেতে চাই। আমরা যদি তা করি, তাহলে একটি সর্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া হবে একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার জন্য কাজ করা।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৮৫টি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দেশ সর্বসম্মতিক্রমে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে। তিনি বলেন, মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরাপত্তার ব্যাপারে সংবেদনশীল না হয়ে দুঃখজনকভাবে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বের একমাত্র স্থায়ী বহুপক্ষীয় নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিসংক্রান্ত আলোচনাকারী সংস্থা 'কনফারেন্স অন ডিসআর্মামেন্ট (সিডি)' কয়েক দশক ধরেই অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে।

তিনি বলেন, 'এই সংস্থাটি এখন পারমাণবিক অস্ত্রের উপকরণ উৎপাদন ও মজুদ নিষিদ্ধ করে একটি বৈষম্যহীন এবং আন্তর্জাতিক ও কার্যকরভাবে যাচাইযোগ্য চুক্তিতে পৌঁছার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।'

শেখ হাসিনা বলেন, এই সংস্থা (সিডি) পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত দেশের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার বা ব্যবহার করার হুমকি মোকাবিলায় আশ্বাস প্রদানের লক্ষ্যে একটি বৈশ্বিক আইন কাঠামো গড়ে তোলার জন্য আরেকটি পদক্ষেপ নিতে পারে। তিনি বলেন, 'এ ধরনের পদক্ষেপ পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং সন্ত্রাসীদের হাতে পড়ার ঝুঁকি এড়াতে পারে।' তিনি আরো বলেন, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে আরেকটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে, যেমন–দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল ঘোষণা। তিনি বলেন, পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলো এ-সংক্রান্ত প্রটোকল অনুমোদন করলে তা সম্ভব হবে।